গাংনী পৌরসভাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবো-সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী

পৌরসভা পর্যায়ে নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান মেয়রসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগনের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়ের দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর এবারের আয়োজন “শহরে ভোট” শীর্ষক সক্ষাতকার পর্ব। মেহেরপুর প্রতিদিন এর মখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী পৌর নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী। সাক্ষাতকার গ্রহন করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় পৌর নির্বাচনে কেন অংশ নিতে চান?

আহম্মেদ আলী: আমি ২০০৪ সালে যখন প্রথম গাংনী পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হই তখন এটা নতুন ছিল। পৌরসভার কর্মকান্ড ছিল না বলেলই চলে। পরবর্তিতে পুনরায় মেয়র হওয়ার পর গাংনী পৌরসভাকে “সি” গ্রেড থেকে “বি” গ্রেডে রুপান্তর করি। পরবর্তিতে ২০১৬ সালের পৌর নির্বাচনে আমি আবারও দলীয় প্রতিক নৌকা পেয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করি। কিন্তু প্রশাসন ও দলীয় কিছু অসাধু লোক সড়যন্ত্র করে আমাকে নির্বাচনে পরাজিত করে। সেই সাথে জামাত বিএনপির লোককে মেয়র নির্বাচিত করে।

বর্তমানে গাংনী পৌরসভার যে দুরর্বাস্থা এজন্য সে দায়ী। সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি, পৌরবাসিরা বিভিন্নভাবে ভোগান্তির স্বীকার। আমি গাংনী পৌরসভাকে “এ” গ্রেডে রুপান্তর সহ সকল নাগরিক সুবিধা সু নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুনরায় নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুতু আশাবাদী?

আহম্মেদ আলী: আমি দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। আপনারা জানেন, আমি ইতি মধ্যে দলীয় সমর্থন পেয়ে দুইবার মেয়র

নির্বাচিত হয়েছি। আমি শতভাগ আশা করি, আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে দলীয় প্রতীক দিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ করে দেবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: গাংনীর রাজনীতিতে কোন বিভক্তি আছে কিনা? ক্ষমতাসীন দলের একাধিক নেতা মনোনয়ন প্রত্যাশী। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে কিনা?

আহম্মেদ আলী: আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ সংগঠন এখানে একাধিক প্রার্থী থাকবেই। আমরা সবাই নৌকার লোক। গতবারের মত ঘটনা এবার নির্বাচনে হবে না। দলে বিভক্তি থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপি বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিলে কেমন প্রতিদ্বন্দ্বী হবে?
আহম্মেদ আলী: আমি বিগত মেয়র থাকা অবস্থায় গাংনী পৌরসভায় যা উন্নয়ন হয়েছে এরকম উন্নয়ন আর হয়নি। আমি কোনদিন নারগিকদের অধিকার নিয়ে খেলা করিনি। যততুটু পেরেছি তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। আমার প্রতি জনগণের আস্থা আছে। অন্য কোন দল বা আওয়ামী লীগের বিরোধী প্রার্থী কেউ নির্বাচন করলে জনগণ তাকে ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

আহম্মেদ আলী: গাংনী পৌরসভাকে পনরায় নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। বর্তমান পৌরসভার যা অবস্থা অত্যন্ত করুন। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাকি, লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি, বিভিন্ন ভাবে জনগনের কাছ থেকে টাকা আদায়, ট্যক্সের কারনে নাগরিক সনদ না দেওয়া এরকম অনেক অনিয়ম আছে পৌরসভায়। যে গুলো দুর করতে হবে। নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করবো। গাংনী পৌরসভাকে “এ” গ্রেডে উন্নিত করবো। তাহলে আমরা সুযোগ সুবিধা বেশি পাবো।

মেহেরপুরে সরকার নির্ধারিত আলুর দাম মানছে না বিক্রেতারা

সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরের বাজারগুলোয় বেড়েই চলেছে আলুর দাম। বুধবার মেহেরপুরের কাঁচাবাজার এবং আড়ৎ গুলোতে ঘুরে দেখা গেছে প্রতি কেজি আলু ৪০ থেকে ৪২ টাকা পাইকারী এবং ৪৫ থেকে ৫০ টাকা দরে খুচরা বিক্রি হচ্ছে।

দেশে আলুর পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু ৩০ টাকা, পাইকারি পর্যায়ে ২৫ টাকা আর হিমাগার পর্যায়ে কেজি ২৩ টাকায় বিক্রি নিশ্চিত করতে সারা দেশের জেলা প্রশাসকদের চিঠি দিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

মেহেরপুরের খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত কোনরকম সরকারি নোটিশ তাদের কাছে পৌঁছায়নি।

মেহেরুল নামের এক ক্রেতা জানান, সরকার যদি ৩০ টাকা কেজি আলু বিক্রির নির্দেশ দিয়ে থাকে তাহলে সরকারি কর্মকর্তাদের উচিত মাঝে মাঝে বাজার গুলোতে পর্যবেক্ষণ করে দেখা উচিত যাতে কোন অসাধু ব্যবসায়ী বেশি দামে বিক্রি করতে না পারে।

পাইকারি ব্যবসায়ী নবাব জানান, এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি নোটিশ পাইনি যদি পাই তাহলে আমাদের সেই মোতাবেক আলু বিক্রি করতে হবে।

তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতি সভাপতি আবু হানিফ ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’কে জানান, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য মোতাবেক হিমাগার থেকে ২৩ টাকায় আলু কিনে ২৫ টাকায় পাইকারি বিক্রি করলে ব্যবসায়ীদের লাভাংশ থাকবে না কারণ বাইরে থেকে আলু কিনে মোটা অংকের গাড়ি ভাড়া সহ অন্যান্য খরচ আছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, এ মৌসুমে একজন চাষির প্রতি কেজি আলু উৎপাদনে খরচ হয়েছে ৮ টাকা ৩২ পয়সা। উৎপাদন থেকে শুরু করে অন্যান্য খরচ ধরে এক কেজি আলু হিমাগার পর্যন্ত সংরক্ষণে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২১ টাকা সেই সূত্র ধরে হিমাগার পর্যায়ে কেজি ২৩ টাকা করতে হবে, পাইকারী পর্যায়ে ২৫ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু ৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মাদ মুনসুর আলম খান জানান, এ ব্যাপারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে সরকারি চিঠি পেয়েছি। নোটিশটি আলু ব্যবসায়ীদের কাছে প্রেরণ করার জন্য কৃষি কর্মকর্তাকে ভারাপন দেওয়া হয়েছে। আশা রাখছি বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।

গাংনীতে পরিবারে ছয় প্রতিবন্ধী নিয়ে অন্ধ গৃহবধু পারেছার মানবেতর জীবন

চোখের আলো না থাকলেও অদম্য ইচ্ছা শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জীবন যুদ্ধে নেমেছেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী গৃহবধু পারেছা খাতুন। নিজে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও হাল ছাড়েননি সংসারের। মানসিক ভারসাম্যহীন ননদ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্বামী ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে তার জীবন সংগ্রাম। অভাব অনটন কুরে কুরে খেলেও আজো তার কপালে জোটেনি সরকারী কোন সহযোগিতা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা স্বাবলম্বীদের খোঁজ খবর রাখলেও এ প্রতিবন্ধী পরিবারের কোন খোঁজ রাখেন না তারা।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শাহিনের স্ত্রী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা খাতুন। স্বামী, মানসিক ভারসাম্যহীন ননদ, বৃদ্ধ অন্ধ মা, রঙ্গিলা আর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই সন্তানকে নিয়ে তার পাচ জনের সংসার। স্ত্রী পারেছার চোখের আলো না থাকলেও মনের আলোয় পথ চলা শুরু করে সে।

স্বামী শাহিনকে কামলার কাজে পাঠিয়ে আবার সাথে করে নিয়ে আসে সে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ায় শাহিনের মজুরি দেয়া হয় অর্ধেক। এই সামান্য টাকা দিয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় শুরু করে ছাগল ও হাঁস মুরগি পালন। অল্প দিনেই কিছুটা স্বস্তি আসে সংসারে।

বছর খানেক পরে অনেক আশা নিয়ে সন্তান গর্ভে ধারণ করলেও বিধি বাম। পরপর দুটি সন্তান হয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। শুরু হয় তাদের অভিশপ্ত

জীবন সংগ্রাম। তবুও হাল ছাড়েনি পারেছা। ভিক্ষাবৃত্তি না করে পরিশ্রম করে খেয়ে না খেয়ে সংসার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। নিজের হাতে সংসারের সব কাজ করতে হয় তাকে। রান্না-বান্না, সন্তানদের গোসল করানো খাওয়ানো ছাড়াও সংসারের সব কাজই করেন নিপুণ হাতে।

স্বামী স্ত্রী দুজনই বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় তাদের মাথা গোজার ঠাঁইও ছিল না। স্থানীয় ও প্রবাসী কয়েক জন যুবক কোন রকম থাকার ঘরটি ঠিক করে দিয়েছে। আগামীতে দৃষ্টিহীণ এই দুই সন্তানের কী হবে এটা ভেবে কুল পান না পারেছা। তবুও এগিয়ে যাবার স্বপ্ন তার।

সংসারের হালধরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা জানায়, পরিবারের সকলকে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করলেও সরকারি-বেসরকারি কোনো সহযোগীতার ছিটে ফোটাও পাইনি। জনপ্রতিনিধি চেয়ারম্যান মেম্বাররাও খোঁজ নেইনি এপর্যন্ত। সরকারি সহযোগীতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

প্রতিবেশি কোহিনুর বেগম জানান, পারেছা নিজে অন্ধ হয়ে গোটা সংসারটি যেভাবে টিকিয়ে রেখেছে তা একজন স্বচ্ছল মেয়ের পক্ষে সম্ভব না। অনেকের সংসারে ছোটখাটো মতবিরোধ থাকলেও পারেছার সংসারে অভাব থাকলেও আছে গভীর ভালবাসা।

আর এক প্রতিবেশী শাহিন আলম জানান, করোনা ভাইসারে দুযোর্গকালীণ মুহুর্তেও তাদেরকে কেউ সহযোগীতা করেনি। সরকারি সহযোগীতার অনেক গল্প শুনলেও এমন একটি অসহায় পরিবারের দিকে ফিরে তাকাইনি ইউপি মেম্বর কিংবা চেয়ারম্যান। এলাকাবাসীর সহযোগীতায় এ পর্যন্ত তারা টিকে আছে। তবে তাদের মত একটি পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘর দেবার দাবী এ প্রতিবেশীর।

উদ্যোগী যুবক সোহেল রানা বাবু করোনাকালীণ সময়ে গরীবদের সহযোগিতা করার সময় এই পরিবারটি চোখে পড়ে। সেসময় এদের ঘরটি ঠিকঠাক করে কোনরকম বসবাসের উপযোগী করা হয়। স্থানীয় লোকজন যারা প্রবাসে কর্মরত তাদের কাজ থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এ পরিবারটির স্থায়ী একটা সমাধান প্রয়োজন বলে জানালেন এই উদ্যোগী যুবক।

স্থানীয ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা সম্ভব তার চেষ্টা করা হয়েছে। আগামীতে পরিবারটির জন্য চেষ্টা করা হবে।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তৌফিকুর রহমান জানান, অফিস থেকে ইতোমধ্যে খোঁজ খবর নেয়া হয়েছে। পরিবারের লোকজনকে অফিসে আসতে বলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তালিকা দেয়া হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, তিনি পরিবারটি সম্পর্কে জানতেন না। মেহেরপুর প্রতিদিনের মাধ্যমে এখন জানলেন। সরকারী ভাবে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করা হবে বলে জানান।

আমঝুপিতে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের দুই জন নিহত

মেহেরপুরের আমঝুপি মাঠের মধ্যে দুরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস ও ইট ভাঙ্গা যান দুর্ঘটনায় ওয়াসিম মিয়া (৩৩) এবং জাফর আলী (৩৫) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজনের বাড়ি আমঝুপি গ্রামের বিশ্বাস পাড়া। তারা দুলাভাই-শ্যালক সম্পর্কের। একই পরিবারের দু’জনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। তবে বাস চালকসহ শ্রমিক ও কত জন যাত্রী ছিলেন সে তথ্য এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ইট ভাঙ্গা শ্রমিক হিসেবে আমঝুপি গ্রামের আব্দুল জব্বারের ইট ভাঙ্গা যান (খোয়াভাঙ্গা মেশিন) নিয়ে বিভিন্ন স্থানে কাজ করে ওয়াসিম ও জাফর। ওই যান মেরামতের জন্য আজ ভোরে তারা দু’জন বাড়ি থেকে যশোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছুলে ঢাকা থেকে মেহেরপুর-গামী রয়েল পরিবহনের একটি বাসের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। অপরদিকে ঘটনাস্থলেই খোয়া ভাঙ্গা যানের ওয়াসিম ও জাফরের মৃত্যু হয়।

মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান বলেন, নিহত দু’জনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্থ যান দু’টি উদ্ধারের কাজ

চলছে।

আমঝুপিতে ২৭ পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা পায়খানা বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার ২৭ পরিবারের মাঝে সম্প্রতি সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা নামের একটি বেসরকারী সংগঠন স্বাস্থ্য সম্মত সেমিপাকা পায়খানা বিতরণ করে। সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি গ্রামের ৭ নং ওয়ার্ডের হঠাৎ পাড়া এলাকায় প্রায় ৬৫টি পরিবারের বসবাস। এই সকল মানুষ গুলো সাধারণত তাঁদের শ্রম বিক্রয় করে সংসার পরিচালনা করে।

তাঁরা কোন সাহায্য সহযোগিতা তেমন একটা পাইনা বলে জানা যায়। এই সকল দরিদ্র পরিবার গুলোর স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকায় খোলা জায়গায় বা অস্বাস্থ্যকর কাঁচা পায়খানায় মল-মূত্র ত্যাগ করে। কাঁচা পায়খানায় ও খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করায় এলাকাটি পরিবেশ দুষণের শিকার হয়ে বিভিন্ন রোগ বালাই ছড়াই।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন (সাবেক সিনিয়র সচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়) এর উদ্যোগে বাংলাদেশের ৪৪টি জেলায় “ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও হতদরিদ্র পরিবারে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” কর্মসূচির জন্য ৫ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় “ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও হতদরিদ্র পরিবারে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” কর্মসূচির সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা বেজলাইন সার্ভে করে প্রকৃত ২৭টি হতদরিদ্র পরিবার কে চিহ্নিত করে। ২৭টি পরিবারের মধ্যে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে বিনা মূল্যে ২৭টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মাসুদ আলমের উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্টানে হস্তান্তর করেন।

উপকারভোগী মোছাঃ মারুফা খাতুন বলেন, আমাদের বাড়িতে কোন

পায়খানা ছিলো না এই জন্য নানা জনের নানা কটুক্তিা শুনতে হতো। আমরা গরিব মানুষ, ভালো পায়খানা তৈরী করার মতো ক্ষমতাও আমাদের নেই। এই সুন্দর পায়খানা করে দিয়ে লজ্জা থেকে আমাদের বাঁচালেন গো। সম্প্রতি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে অবস্থিত সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার প্রশিক্ষণ হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও টয়লেট হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশনের মুজিব বর্ষের বিশেষ বরাদ্দে সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা বাস্তবায়িত “ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও হতদরিদ্র পরিবারে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও টয়লেট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মারফা খাতুন উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

সংস্থার সভাপতি হামিদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মাসুদুল আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন রফিকুল আলম, বশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট। অনুষ্টানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সুবাহ’র প্রকল্প সমন্বয়নকারী মোছাঃ ফরিদা পারভিন।

অতিথিবৃন্দের বক্তব্য শেষে হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের হাতে নেমপ্লেট হস্তান্তর করা হয়। প্রকল্পের আওতায় হতদরিদ্র পরিবারে ২৭টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট স্থাপনের পাশাপাশি নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত উপকারভোগি ও অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করা হয়।

ড.রমেশ চন্দ্র নাথ এর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা

মেহেরপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক মেহেরপুর রমেশ ক্লিনিকের মালিক ও মেহেরপুর জেলা বিএম’র সভাপতি ডাঃ রমেশ চন্দ্র নাথকে শেষ শ্রদ্ধা

জানিয়েছেন সহমর্মী চিকিৎসকসহ বিভিন্ন সংগঠন।

বুধবার দুপুর ১টার দিকে ড. রমেশ চন্দ্র নাথ এর লাশ অ্যাম্বুলেন্স যোগে তার নিজ বাসভবন ও কর্মস্থলে পৌছালে শোকের ছায়া নেমে আসে।

পরে তাঁর প্রতিকৃতিতে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মেহেরপুর সিভিল সার্জনে ড. নাসির উদ্দীন, বিএমএর সাধারণ সম্পাদক ডা, আবু তাহের সিদ্দিকি, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা.আব্দুস শহিদ, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের তত্তাবধায়ক ড.রফিকুল ইসলাম ও সদর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনার কর্মকর্তা ডা.অলোক কুমার দাস প্রমুখ ।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ডাঃ রমেশ চন্দ্র নাথ

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন মেহেরপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক মেহেরপুর রমেশ ক্লিনিকের মালিক ও মেহেরপুর জেলা বিএমএর সভাপতি ডাঃ রমেশ চন্দ্র নাথ।

বুধবার রাত তিনটার দিকে ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি পরলোক গমন করেন। রমেশ চন্দ্র নাথ গত ৩০ সেপ্টেম্বর করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে কয়েকদিন যাবৎ তিনি আইসিওতে ছিলেন ডাঃ রমেশচন্দ্র নাথের বয়স হয়েছিল ৮১ বছর, তার স্ত্রী দুই ছেলে এক মেয়ে সহ অসংখ্য গুনাগ্রহী রেখে গেছেন।

এদিকে ডা. রমেশ চন্দ্র নাথের লাশ ঢাকা থেকে নিয়ে মেহেরপুরের পথে রওয়ানা হয়েছে তার স্বজনরা। আজ বিকাল ৩টার দিকে মেহেরপুর পৌর শ্মসান ঘাটে তার অন্তষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএমএএর সভাপতি ছাড়াও মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি, মেহেরপুর জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান পরিষদের

সভাপতি, মেহেরপুর প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সভাপতিসহ বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব পালন করছিলেন।

এদিকে ডাক্তার রমেশ চন্দ্র নাথ এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএমএএর সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের, জেলা স্বাশিপের সভাপতি এমএ বাসার, মেহেরপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন মহল থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের আনন্দ র্যালী

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ আনন্দ র্যালী করেছে।

গতকাল মঙ্গলবারর বিকালে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়, এসময় আনন্দ র্যালীটি মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে থেকে শুরু করে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমির সামনে এসে শেষ হয়।

এই সময় বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সামাদ বাঁধন, সহ-সভাপতি দুলাল মাহমুদ, উল্লাহ শোহাগ, আমিনুল ইসলাম সেন্টু, শাহাজান আলী, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম মোহন, সহ-সভাপতি জুলকার নাঈম বাইজিদ, গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক প্লাবন, শেখ সাকিব সাধারণ সম্পাদক মুজিবনগর, ধানখোলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াজেল হোসেন, মোনাখালী ইউনিয়ন সভাপতি গাজী স্বপন।

সঞ্চালনা করেন গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক।

প্রতিমায় চলছে রঙ তুলির শেষ আঁচড়

আগমনী বার্তা নিয়ে আসছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গোৎসব। মহালয়ার মধ্যদিয়ে দেবী দূর্গার আগমন ঘটেছে মর্তলোকে। এবার দেবী দূর্গা আসবে ঘোড়ায় চড়ে। মা কে বরণ করে নিতে পূজা মন্ডপগুলোর প্রতিমাতে দেওয়া হচ্ছে তুলি শেষ আঁচড়। মনের মাধুরি মিশিয়ে, নিপুন হাতে প্রতিমা শিল্পিরা নিরলস সেই কাজে ব্যস্ত।

সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুরের হরিসভা মন্দির, বড় বাজার কালী মন্দির, নায়েববাড়ি রাধা মাধব মন্দির, দাস পাড়া কালী মন্দিরে পূজার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। পূজা মন্ডপগুলো সাজানো হচ্ছে নানান সাজে। সনাতন ধর্মালম্বীদের মধ্যে বিরাজ করেছে উৎসবের আমেজ।

স্থানীয় শিল্পী ছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে শিল্পিরা এখানে এসে রং করছেন প্রতিমায়। দূর্গা ছাড়াও লক্ষী, স্বরস্বতী, কার্তিক, গনেশ, অসুর, সিংহ, মহিষ, পেঁচা, হাঁস, সর্পসহ প্রায় ১২টির অধিক প্রতিমায় দেওয়া হচ্ছে পছন্দের রং। প্রতিমায় রং করার পাশাপাশি অস্থায়ী মন্ডপ গুলোতে চলছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ।

পঞ্জিকা অনুযায়ী ২২ অক্টোবর মহাষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধনের মধ্যে শুরু হবে এ শারদীয় দুর্গোৎসব। দশমী পূজার মধ্য দিয়ে ২৬ অক্টোবর শেষ হবে এ উৎসব।

জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ থেকে জানা গেছে, এবছর মেহেরপুর জেলায় ৪২টি মন্ডপে অনুষ্ঠিত হবে দূর্গোৎসব। এর মধ্যে সদরে ১৪টি, গাংনী উপজেলায় ২২টি ও মুজিবনগরে ৬টি।

প্রতিমা শিল্পি মানিক পাল বলেন, প্রতিমা তৈরির কাজ প্রায় শেষ, এখন চলছে রঙ করার কাজ। আগামী সপ্তাহ খানেকের ভিতর পূজা তৈরির সকল কাজ শেষ হয়ে যাবে।

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক নায়েব বাড়ি পূজা মন্ডপের পুরোহিত জিৎ মূখার্জি জানান, এবার পূজার প্রস্ততি প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন শুধু অপেক্ষা মা দূর্গাকে বরণ করে নেওয়ার।

তবে করোনা আতঙ্কের কারনে অনেকটা ভাটা পড়েছে এবারের পূজা উৎসবে। সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পূজা উদযাপন করার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

এবছর আরতি, গান-বাজনা, পূজা প্যান্ডেলের পাশে মেলা বসানো, বিসর্জনের আগে শোভাযাত্রা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শহরের নায়েববাড়ি রাধা মাধব মন্দিরের সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহা বলেন, পূজা উপলক্ষে আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। পূজাটা যেন সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সরকারি বিধি নিষেদ মেনে মন্ডপে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী রেখে পূজা পূজা শেষ করতে পারি এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মেহেরপুর হরিসভা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক কিশোর পাত্র বলেন, আমরা এক বছর ধরে অপেক্ষা করছি, কখন মা আসবে। মায়ের আগমনের জন্যই আমাদের এই প্রস্তুতি । যথেষ্ট পরিকল্পনা থাকার পরও প্রতিবারের মতো এবারের পূজাতে ততটা জাঁকজমকপূর্ণ করতে পারছি না।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান পূজা উদযাপন প্রস্তুতি সভায় বলেন, করোনার দ্বিতীয় ওয়েভ আমাদের সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। আমরা অসম্প্রাদায়িক সম্প্রতি বজায় রেখে যার যার ধর্ম পালন করে আসছি। হাজার বছরের ঐতিহ্য আমাদের। আমাদের ঐতিহ্য যাতে ভাটা না পড়ে সে দিক বিবেচনা সরকারি বিধি মেনে দূর্গোৎসব পালনের তাগিদ দেন তিনি।

ওয়ার্ড বাসীর প্রতি সদস্য প্রার্থী জাকির হোসেনের আবেদন

৮নং ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডবাসী আমার সালাম ও শুভেচ্ছা

নিবেন। অত্যান্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলিতে চাই। উক্ত ওয়ার্ডে আগামী ২০ শে অক্টোবর উপ-নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই উপ-নির্বাচনে আমি আপনাদের দোয়া প্রার্থী। উক্ত নির্বাচনে আপনাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ করে দিবেন। আগামী ২০ অক্টোবর ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার পদে উপনির্বাচনে আপনাদের দোয়া ও সমর্থন চাই। যাহাতে আমি আপনাদের সুখে দুঃখে পাশে থাকতে পারি।

প্রিয় ওয়ার্ডবাসী আপনারা জানেন, এই ওয়ার্ডের আমার পিতা মৃত জাফর আলী প্রায় ৩ যুগ সুখে দুঃখে আপনাদের পাশে ছিলেন। হঠাৎ মহান সৃষ্টি কর্তার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের কে চিরদিনের জন্য এতিম করে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। আপনাদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ আমার পিতার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তিনাকে যেন জান্নাত বাসী করেন।

আমি আমার বাবার দেখানো পথে ওয়ার্ডবাসীর সেবা করতে চাই। সুখে দুঃখে তাদের পাশে থাকতে চাই।

প্রিয় ভোটার, নির্বাচনে আমি বিজয়ী হলে আমি আমার বাবার রেখে যাওয়া কাজ গুলো শেষ করতে চাই। সেই সাথে আমার ওয়ার্ডের সকল সমস্যা সমাধান করে আধুনিকায়ন করতে চায়।

প্রশাসনের কাছে আবেদন, স্থানীয় প্রশাসন সহ প্রশাসনের সর্ব মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আগামী ২০ অক্টোবরে উপনির্বাচনে আমার সমর্থকরা ও ভোটার রা যাহাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে এবং তাহাদের ভোটধিকার প্রদান করিতে পারে সে বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমার প্রতিপক্ষরা সব সময় আমার ভোটারদের বিভিন্ন হুমকি ধামকি প্রদান করছে। যাহাতে তারা ভোট কেন্দ্রে যেতে না পারে সে বিষয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।